মুজিবনগর উপজেলায় দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালীতে মেহেরপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৭০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার মেহেরপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মুদিখানা, হোটেলসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

এসময় মোনাখালী মেসার্স মহিদুল স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে ফ্রিজে ও র্যাকে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য জব্দ করা হয়, এছাড়া মেয়াদ মুল্যবিহীন পণ্য বিক্রয় ও মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোঃ মহিদুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় ৫,০০০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপর একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স শাহীন রেস্তোরাঁ এর মালিক মোঃ শাহীনকে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা পরিবেশে খাবার ও মিষ্টি তৈরি এবং মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ও ৪৩ ধারায় সতর্কতামুলক ২,০০০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান মেহেরপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তার মোঃ জিবরাইল হোসেন, মেহেরপুর জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ তারিকুল ইসলাম ও মেহেরপুর পুলিশ একটি টিম।

পরে জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও খারাপ পণ্যগুলো জনসম্মুখে নষ্ট করা হয় এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

সাবেক এমপি মকবুলের ভাগ্নে সবুজের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের ভাগ্নে সবুজের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলা করেছে মেহেরপুর প্রতিদিন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও প্রকাশক এম এ এস ইমন বাদী হয়ে মেহেরপুরের সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে এ মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর, মানি স্যুট-০১/২০২৩। গত ৩০ জানুয়ারি সেমাবার শুনানি শেষে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মো: বেলাল হোসেন আসামী সবুজ হোসেনের বিরুদ্ধে সমন জারি করেন। আগামী ০৬ এপ্রিল মামলার পরবর্তি দিন ধার্য করা হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের আইনজীবী নজরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মামলার এজাহারে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ০৮ নং ওয়ার্ড বাগানপাড়ার বাসিন্দা সবুজ হোসেন সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেনের ভাগ্নে। তিনি বাদীগণের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ১৩ মে গাংনী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার এজাহারে তিনি মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি মোঃ মকবুল হোসেনের ভাগ্নে বলে পরিচয় দেন। তিনি এজাহারে দাবি করেন বাদীগণ তাহাদের মেহেরপুর প্রতিদিন প্রিন্ট ও একই নামে প্রচারিত অনলাইন পত্রিকা www.meherpurpratidin.com এ ২০২০ সালের ১ মে তারিখে “গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড, ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি” মর্মে একটি মিথ্যা, ভিত্তিহীণ ও মানহানিকর সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ করেন। এবং যাহার ফলে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার উপক্রম হয়েছে মর্মে অভিযোগ করেন।

উল্লেখিত এজাহারের প্রেক্ষিতে গাংনী থানার তৎকালীন অফিসার ইনচার্জ গাংনী থানার মামলা নং ১২, তারিখ- ১৩/০৫/২০১০ ইং ধারা- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৫(২), ২৯ (১), ৩১ (২) ও ৩৫(২) মতে নিয়মিত মামলা রুজু করেন। যাহা বিজ্ঞ আমলী আদালতে জি.আর-১৮/২০২০ (গাংনী) মূলে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে মামলাটি বিভাগীয় স্পেশাল সাইবার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা’তে সাইবার ট্রাইব্যুনাল

মামলা নং- ১৮০/২০২১ (খুলনা) মূলে নিবন্ধিত হইয়া বিচারাধীন থাকাবস্থায় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক, প্রকাশকসহ ওই মামলার আসামীরা বিজ্ঞ আদালতে বিগত ইং ২৩/০২/২০২২ তারিখে ফৌজদারী কার্যবিধি ২৬৫ (প) ধারামতে বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিকভাবে অব্যাহতি (Discharge) এর আবেদন করেন। বিভাগীয় স্পেশাল সাইবার ট্রাইব্যুনাল খুলনার বিজ্ঞ বিচারক তার প্রেক্ষিতে বিগত ২০২২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে মামলার আসামীগণ (বর্তমান বাদীগণ) কে মামলার দায় হইতে অব্যহতি প্রদান করেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের মামলার এজাহারে আরো জানা গেছে, প্রকৃতপক্ষে, আসামী সবুজ হোসেনের মামা সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, জিনারুল হক এর বাড়ীর ভাড়াটিয়া। দীর্ঘ ২৬ বছর যাবৎ মোঃ মকবুল হোসেন নামমাত্র ভাড়ায় থাকাবস্থায় বাড়িওয়ালা বাড়ি সংস্কারের নিমিত্ত্বে জনাব মোঃ মকবুল হোসেন সাহেকে বাড়ি ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেও তিনি তাহার ক্ষমতার প্রভাবে উক্ত বাড়ির দখল ছাড়িতে অস্বীকার করেন। বাড়িওয়ালা জনাব মোঃ জিনারুল হক বর্তমান বিবাদীর মামাকে অনুরোধ উপরোধ করিয়াও ব্যর্থ হইয়া বিভিন্ন স্থানে ও দপ্তরে ধর্না দিয়াও ফলাফল না পাইয়া ১নং বাদীর দপ্তরে আসিয়া বহুল প্রচলিত ও সনামধন্য “দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন” পত্রিকায় খবর প্রকাশের অনুরোধ করিলে এই ১ নং বাদী তাহার প্রতিনিধির মাধ্যমে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে বিভিন্ন অডিও ও ভিডিও রেকর্ডীং সহ ঘটনার সত্যতা পরিলক্ষিত করিয়া সমাজের দর্পন হিসাবে উল্লেখিত সংবাদ প্রকাশ করেন।

সাবেক এমপি মোঃ মকবুল হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজ হওয়ারে দেড়মাস পরে ভাড়া বাড়িটি ছাড়িয়া দেন। উক্ত নিউজের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার কারণেই তিনি বাড়ি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু বিবাদী সম্পূর্ণ মিথ্যা উক্তি মূলে তাহার রাজনৈতিক প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করিবার মানসে এই বাদীগণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া আর্থিক ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং বাদীগণের মর্যাদার হানী ঘটাইয়াছে। যাহার ক্ষতির পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা হবে।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ১১ মে মেহেরপুর প্রতিদিনে “গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড, ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয় একযোগে প্রিন্ট ও অনলাইন ভার্সনে। যে সংবাদটি অনলাইন থেকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি পাঠক পড়েছেন।

মহেশপুর বিজিবির অভিযান অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকালে আটক ১৩

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এরঅধিনস্থ মাটিলা বিওপির টহল দল কর্তৃক মহেশপুর থানার বাশাবাড়ীয়া গ্রামের মাঠের মধ্যে (সীমান্ত পিলার- ৫৪/২-এস হতে আনুমানিক ৮০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে) ০৯ জন (পুরুষ-০৫, নারী- ০৩ এবং শিশু-০১) বাংলাদেশী নাগরিক অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকালে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন,খুলনা জেলার রুপসা থানার রাজাপুর গ্রামের মোঃ সাকিব (২৩), পিতা- মোঃ শহিদুল, মোঃ আল আমিন হাওলাদার (৩৪), পিতা- শহিদুল,মোঃ আমিন হাওলাদার (১৯), পিতা- শহিদুল হাওলাদার,বাগেরহাট জেলার,মোড়লগঞ্জ থানার হামিদা বেগম (৫১), স্বামী- মৃত লুৎফর রহমান, মোঃ হাবিবুর রহমান মৃধা (২৯), পিতা- হারুন মৃধা,নড়াইল জেলার,কালিয়া থানার মোসাঃ হাসিনা বেগম (৩৪), পিতা- সাহেদ আলী মোল্লা,খুলনা জেলার রুপসা থানার, হাসান (২৪), পিতা- সোহেল, জোসনা সরদার (৩০), পিতা- জয়নাল সরদার,খুলনা জেলার তেরোঘাটা থানার সানিয়া (০২), পিতা- মোঃ মাসুদকে আটক করে ।

একই সাথে মঙ্গলবার রাতে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধিনস্থ মাটিলা বিওপির টহল দল মহেশপুর থানার মাটিলা গ্রামের মাঠের মধ্যে (সীমান্ত পিলার- ৫২/১৪-আর হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে যশোর জেলার,কেশবপুর থানার, জাহিদুল ইসলাম (২৫), পিতা- বাবলু রহমান,সালমা খাতুন (১৯), স্বামী- জাহিদুল ইসলাম, সাতক্ষীরা জেলার,কলারোয়া থানার রুমা খাতুন (২৯), স্বপ্না বেগম ভারত হতে বাংলাদেশ প্রবেশ করার অপরাধে আটক করা হয়।

আটককৃত বাংলাদেশী নাগরিকদেরকে অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার/চেষ্টার অপরাধে পাসপোর্ট অধ্যাদেশ ১৯৭৩ এর ১১(১)(গ) ধারায় মহেশপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয় এবং আটককৃত আসামীদের সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের ৩ কর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলায় জামায়াতের ৩ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকৃত ব্যাক্তিরা হলেন উপজেলার খেজুরতলা গ্রামের হেলাল উদ্দিনের ছেলে মাসুদ রানা (২৬), রেজাউল করিমের ছেলে বিপ্লব আলী (২৫) ও ঠান্ডু রহমানের ছেলে আশরাফুল ইসলাম (২৬)।

এ জাহার সূত্রে জানাযায়, গত ১৪ ডিসেম্বর রাতে সরকারি স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা সহ নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা অবস্থান করছিলো। এসময় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানাপুলিশ একজনকে গ্রেফতার করে। এঘটনায় অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

ওই ঘটনায় গতকাল সোমবার রাতে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে জামায়াতের ৩ কর্মীকে গ্রেফতার করে। আজ মঙ্গলবার নাশকতা মামলায় তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

জীবননগরে মুদি ব্যবসায়িকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

জীবননগরে ক্ষতিকর রঙ মেশানো শিশু খাদ্য, মেয়াদ ও মূল্য বিহীন, নকল পন্য বিক্রির অপরাধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর একটি প্রতিষ্ঠানকে ৩০হাজার টাকা জরিমানা করেছে। এবং জব্দকৃত নিম্ন মানের ভেজাল শিশু খাদ্য পুড়িয়ে ফেলা হয়।

মঙ্গলবার দুপুরে জীবননগর পৌর এলাকার মুক্তিযোদ্ধা মার্কেটে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, ক্ষতিকর রঙ মেশানো শিশু খাদ্য, মেয়াদ ও মূল্য বিহীন, নকল পন্য বিক্রি করছে জীবননগরে দোকানিরা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার দুপুরে জীবননগর পৌর এলাকার মুক্তিযোদ্ধা মার্কেটে মিজান স্টোরে অভিযান চালিয়ে ক্ষতিকর রঙ মেশানো শিশু খাদ্য ও প্রাণের নকল প্যাকেটে খাদ্য বিক্রির অপরাধে দোকানি মিজানুর রহমানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।এবং আটককৃত মালামালাগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর হাসপাতালের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আনিসুর রহমান ও জীবননগর থানা পুলিশের একটি দল।

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দার অভিযানে চোরাই মোটরসাইকেল সহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কর্তৃক বিশেষ অভিযানে ০১ (এক) টি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার সহ সংঘবদ্ধ চোর চক্রের ০১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের সার্বিক দিকনির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দার অফিসার ইনচার্জ শেখ সফিকুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, এসআই (নিঃ) মোঃ শিহাব উদ্দিন, এএসআই (নিঃ) রমেন কুমার সরকার, এএসআই (নিঃ) বিজন কুমার ভট্টাচার্য, এএসআই (নিঃ) মোঃ আবেদুর রহমান, কং/৩১৪ মোঃ সাদ আহামেদ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়িয়া বটতলা বাজারের পুরাতন যাত্রী ছাউনির নিচে হতে ধৃত

আসামী পারকৃষ্ণপুর গ্রামের মোঃ লিয়াকত আলী ছেলে সেলিম রেজা ঝন্টু (৩৮) গ্রেফতার করে পুলিশ।

এ সময় একটি লাল-কালো রংয়ের 125 CC, Discover চোরাই মোটরসাইকেল যার ইঞ্জিন নং-JZZWEE56066 এবং চ্যাসিস নং-MD2A15BZ5E99681 উদ্ধার করেন।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।

আলমডাঙ্গায় শিশু খাদ্য দোকানিকে জরিমানা,ভেজাল খাদ্য আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস

চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযানে নকল মোড়ক ভেজাল শিশু খাদ্য বিক্রয়ের অভিযোগে দুই দোকান মালিককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অভিযানে প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের ভেজাল শিশু খাদ্য জব্দ করা হয়।

সোমবার দুপুরে আলমডাঙ্গা শহরের চারতলা মোড় এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, আলমডাঙ্গা পৌর শহরের তারতলা মোড়ে মেসার্স জহির স্টোর ও মেসার্স মোল্লা স্টোরে নকল মোড়কে ভেজাল শিশু খাদ্য বিক্রয়ের অভিযোগ পাওয়া যায়।

সোমবার দুপুরে থানাপুলিশের সহযোগীতায় ওই দুই দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
এসময় মেসার্স জহির স্টোরের মালিক জহুরুল ইসলামকে ১০ হাজার ও মেসার্স মোল্লা স্টোরের মালিক জামিরুল ইসলামকে পৃথক আইনে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও নকল মোড়কসহ ভেজাল শিশু খাদ্য সামগ্রী জব্দ করা হয়। যা পরবর্তীতে পৌর এলাকার পশু হাটে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

এই অভিযানে আলমডাঙ্গা পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. মাহফুজুর রানা ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত থেকে অভিযানে সহযোগিতা করেন।

দামুড়হুদায় ২৭ জন মোটরসাইকেল চালকে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদায় কাগজপত্র বিহিন মোটরসাইকেল চালানোর অপরাধে ২৭ জনকে ১৩ হাজার ৩ শত টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। সোমবার দিনভর অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যান আদালত সূত্র থেকে জানাযায়, দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা সড়কের মুক্তারপুর সংলগ্ন ঈদগাহ মোড়ে আদালত বসিয়ে মোটর সাইকেল চালানো অবস্থায় হেলমেট ব্যবহার না করার অপরাধে অর্ধশত মোটর সাইকেল আটক করা হয়। এর মধ্যে অ্যাডভোকেট, মাস্টার ও সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক কর্মীরাও বাদ পড়েননি। সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ৯২(১) ধারা মোতাবেক ২৭ জন চালককে ১৩ হাজার ৩০০ টাকা জরিমানা করে মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আদালতের বিচারক দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার একটি চৌকস টিম।

মেহেরপুরে আদালতের ডকে থাকা আসামির হাতে ঘুমের ওষুধ দেওয়ার চেষ্টা; এক ব্যক্তিকে দশ দিনের কারাদণ্ড

মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচার চলাকালীন সময়ে ডকে দাঁড়িয়ে থাকা হাজতী আসামির হাতে গোপনে ঘুমের ওষুধ দেওয়ার চেষ্টাকরায় মোঃ খোকন নামে এক ব্যক্তির ১০ দিন কারাদণ্ড দিয়েছেন আমলী আদালত। দণ্ডিত খোকন শহরের ফুলবাগান পাড়ার ইদ্রিস আলীর ছেলে।

আজ সোমবার (৩০ জানুয়ারি) আদালত চলাকালে বিষয়টি আদালতের বিচারক মো: কবির হোসেনের নজরে এলে তিনি আদালতের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যদেরকে খোকন নামের ব্যক্তিকে আটকের নির্দেশ প্রদান করেন। পুলিশ সদস্যরা সাথে সাথেই খোকনকে আটক করেন। এরপর আটককৃত আসামিকে নিয়ে মেহেরপুর আমলী আদালতে সোপর্দ করেন এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী বাদী হয়ে আদালত আসামির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা, সরকারি কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি এবং গণ উপদ্রবের একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

মেহেরপুর সদর আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আমলে নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিচার প্রক্রিয়া মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আসামিকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পড়ে শোনানো হলে সে স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করলে আদালত আসামিকে দশ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করে জেলা হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

মেহেরপুরের সালাম ক্লিনিকের বিরুদ্ধে আদালতের স্বপ্রণোদিত মামলা

মেহেরপুরের দারুস সালাম ক্লিনিকের অপারেশন টেবিলে প্রসূতির মুত্যুর ঘটনায় মেহেরপুর প্রতিদিনে প্রকাশিত সংবাদ আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত মামলা করেছেন আদালত।

আজ সোমবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট-১ম আদালতের বিচারক এস এম শরিয়তউল্লাহ স্বপ্রণোদিত এ মামলা করেন। যার নম্বর মিসকেস ০২/২০২৩।

মামলায় মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল)কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে মেহেরপুরের সিভিল সার্জনকে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জেলার হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তালিকা আদালতে জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালত মামলার নথিতে বলেছেন, সংবাদ দৃষ্টে দারুস সালাম ক্লিনিকে অপারেশনের সময় এক প্রসুতির মৃত্যু হয়েছে মর্মে দেখা যায়। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য বিভাগে অভিযোগের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর বিষয়টি স্বাভাবিক নয় মর্মে পরিবারের সন্দেহ করছে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘটনাটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা চলছে। অপারেশনের সময়ে এনেস্থেসিয়োলোজিস্ট হিসেবে যে ডাক্তারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি অপারেশনের সময় উপস্থিত ছিলেন না মর্মে বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এটা সঠিক হয়ে থাকলে তা একটি গুরুতর আইনের লংঘন এবং ইচ্ছাকৃত অবহেলা যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই ঘটনায় বিষয়ে এখনও কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি মর্মে আদালতের গোচরীভূত হয়েছে। এমতাবস্থায়, জনস্বার্থ ও ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যে পুরো ঘটনাটির বিষয়ে প্রশাসনিক তদন্তের পাশাপাশি একটি বিস্তারিত অনুসন্ধান হওয়া সমীচীন বলে আদালত মনে করে। সার্বিক বিবেচনায় The Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ এর ধারা ১৯০ (১) (গ) অনুযায়ী বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত উপর্যুক্ত সংবাদটি বিবেচনায় নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মেহেরপুর সদর সার্কেল

(স্বয়ং)-কে উল্লিখিত বিষয়ে অনুসন্ধান পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হলো। অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আরো কয়েকটি প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। সেগুলো হলো; ক্লিনিকটির লাইসেন্স আছে কি-না?, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্লিনিকটি অনুমোদিত হয়ে থাকলে সেটা নবায়নকৃত কি-না?, পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিসসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র/অনুমোদন আছে কি-না?, ক্লিনিকটিতে সার্বক্ষনিক ডাক্তার আছে কি-না?, অপারেশন পরিচালনাকারী ডাক্তারের সার্জারি ডিগ্রি ছিল কি-না?, অপারেশনের সময়ে এনেস্থেসিয়োলোজিস্ট হিসেবে কোন উপযুক্ত ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন কি-না?, প্রি-এনেস্থেসেয়িটিকক চেক-আপসহ অপারেশনের জন্য নির্দিষ্ট মানদন্ড অনুসরন করা হয়েছিলো কি-না?, সহায়ক নার্সদের উপযুক্ত ডিগ্রি ছিল কি-না?

এছাড়া The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, ১৯৮২, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিধানের ব্যত্যয় ঘটয়ে ক্লিনিকটি পরিচালিত হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করবেন। অনুসন্ধানকালে তিনি সিভিল সার্জন অফিস থেকে গঠিত (যদি থাকে) তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করবেন। অপারেশনের সময়ে সংশ্লিষ্টদের কোন ইচ্ছাকৃত অবহেলা ছিল কি-না, মানদন্ড অনুসরনের ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ছিল কি-না এবং মেডিকেল বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ মতামত প্রয়োজন হলে সিভিল সার্জনের অফিস থেকে সুনির্দিষ্ট মতামত গ্রহন করবেন।

আদালত পর্যবেক্ষনে আরো বলেন, প্রায়ই মেহেরপুরের বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসায় অবহেলার এবং বিধি বহির্ভূতভাবে ক্লিনিক পরিচালনার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এর সাথে সাধারন মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত। একজন অসুস্থ মানুষ চিকিৎসক ও ক্লিনিকের উপর আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপন করে নিজের শরীরের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার প্রদান করেন। হাসপাতাল, ক্লিনিক বা চিকিৎসকের অবহেলা একজন রোগীর সাথে প্রতারনা এবং বিশ্বাস ভঙ্গের শামিল যা দণ্ডবিধির ধারা ৪০৬ ও ৪২০ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এছাড়া উক্ত অবহেলা একজন ব্যক্তির জীবনকে বিপন্ন করে তুলতে পারে যা দণ্ডবিধির ধারা ৩০৪ক, ৩৩৬, ৩৩৭ ও ৩৩৮ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অধিকন্তু The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, ১৯৮২,

বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ অনুযায়ী নির্ধারিত মানদন্ড অনুসরন না করলে সেটাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমতাবস্থায় সিভিল সার্জন, মেহেরপুরকে মেহেরপুর সদর থানাধীন সকল বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তালিকা আগামি ৯ ফেব্রুয়ারি আদালতে দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হলো। এগুলোর মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, ১৯৮২, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ এবং আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত বিধানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সে বিষয়টি তিনি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করবেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ জানুয়ারি মেহেরপুর প্রতিদিনে অপারেশ টেবিলে প্রসূতির মৃত্যু শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিবেদকের কাছে সালাম ক্লিনিকের মালিক ডা. আব্দুস সালাম নিজে অপারেশন করার কথা স্বীকার করেন এবং তাকে ডা. শাহেদ এনেসথেসিস্ট হিসেবে সহযোগীতা করে বলেও জানান। কিন্তু ডা. শাহেদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করা হলে তিনি ওই দিন ফোন রিসিভ করেন। পরদিন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর ডা. শাহেদ এনেসথেসিয়া করেননি বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে জানান, তবে তাকে লিখিত দেওয়ার কথা বলা হলেও তিনি লিখিত দেননি।